প্রথম আলো

তারিখ 9 AUG 2012 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে ৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মোশতাক আহমেদ ●

■ বৈধ তালিকা প্রকাশ করবে ইউজিসি

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা বৈধ নয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে দেশের আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক অবৈধ শাখা খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। আর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রায় ১০০ অবৈধ শাখা চলছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়।

এ অবস্থায় ইউজিসি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদিত ক্যাম্পাসের তালিকা ও ঠিকানা গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, যারা অবৈধভাবে ক্যাম্পাস খুলে বাণিজ্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মামলা থাকায় কয়েকটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি জানান।

সরকার ২০০৭ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শাখা ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গত পাঁচ বছরে অবৈধ শাখা বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা ইউজিসি সেই অর্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও শাখা ক্যাম্পাস খোলার সুযোগ নেই। কিন্তু এখনো আটটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ছাড়াই শাখা খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরা ক্যাম্পাস এক পক্ষ বন্ধ করলেও আরেক পক্ষ মামলা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে ওই পক্ষ উচ্চ আদালতে হেরে যাওয়ার পর ইউজিসি এই ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। এখনো দুই পক্ষ নিজেদের বৈধ বলে দাবি করছে।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশজুড়ে অবৈধ শাখা (আউটার ক্যাম্পাস) খুলে শিক্ষা-বাণিজ্য করছে। বেশ কিছু শাখা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলছে। সরকারের বিচার বিভাগীয় তদন্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০০টি শাখা ক্যাম্পাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কমিশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের সুপারিশ করেছে। কিন্তু গত চার মাসেও সেই সুপারিশ কার্যকর করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে ৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, অতীশ দীপংকর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অনুমোদিত ক্যাম্পাস হলো গুলশান-২-এর ফয়সাল টাওয়ারে। বনানীর ৪ নম্বর সড়কের বি ব্লকে ক্যাম্পাসটি স্থানান্তর করেছে। এর বাইরে উত্তরা, মিরপুর-১, পান্থপথ, ধানমন্ডি ও পুরানা পল্টনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুমোদনহীন ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, এই পাঁচটি অবৈধ ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার কারণ জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবর গতকাল বুধবারই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ১০ দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দিতে বলা হয়েছে।

দি পিপলস ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত ক্যাম্পাস মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউতে ও উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ১৪৩ [illegible] টাওয়ারে। এর বাইরে পল্টন, বাড্ডা ও উত্তরায় অনুমোদনহীন ক্যাম্পাস রয়েছে।

চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া ঢাকায় শাখা ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে এই শাখা চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস চট্টগ্রামের ১৫৪/এ কলেজ রোডে।

নর্দান ইউনিভার্সিটিও আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে খুলনা ও রাজশাহী শহরে শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এসব শাখার অনুমোদন দেয়নি ইউজিসি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস হলো বনানীর ১৭ নম্বর রোডের শের টাওয়ারে।

একইভাবে চট্টগ্রামের চন্দনাইশের বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটিও চট্টগ্রাম শহরে শাখা ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস চন্দনাইশের বিজিসি বিদ্যানগরে।

সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অনুমোদনহীন ক্যাম্পাস পরিচালনার অভিযোগ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস চট্টগ্রামের ৭৩৯/এ মেহেদীবাগ রোড ও ২২ শহীদ মীর্জা লেন।

বৈধ ক্যাম্পাসের তালিকা: ইউজিসি জানিয়েছে, অনুমোদিত ক্যাম্পাসের ঠিকানাসহ তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যা শিগগির প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে দেশে ৫২টি অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরও আটটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন পেয়েছে। তবে এগুলো সেই অর্থে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেনি। এ ছাড়া সরকার বন্ধ করার পর কুইন্স ও আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী উল্লিখিত আটটি বাদে বাকিগুলোর বৈধ ক্যাম্পাসের ঠিকানা হলো; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বসুন্ধরার আফতাব উদ্দিন সড়কের প্লট-১৫, ব্লক-বিতে, একই সড়কের প্লট-১৬-তে ইনডিপেনডেন্ট, চট্টগ্রামের ফয়'স লেকে ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, উত্তরা মডেল টাউনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, তেজগাঁও শিল্প এলাকার লাভ রোডে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বনানীর ৮৩/বি কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; উত্তরা মডেল টাউনে এশিয়ান, ৪৩ মহাখালী ও রামপুরার আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট, ধানমন্ডির ৪/এ সড়কে দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কমপ্লেক্সে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বনানীর ১ নম্বর ও ৬৬ গ্রিন রোডে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, ৬৬ মহাখালী ও সাভারের বিরুলীয়ার বাগানে ব্র্যাক, গুলশান-২-এর ১০৬ নম্বর সড়ক ও মিরপুরের চিড়িয়াখানা সড়কে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল, মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে ও আদাবরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সিলেটের বন্দরবাজারের মধুবনে লিডিং ও বাগবাড়ির শামীমাবাদে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অবস্থিত।

এ ছাড়া ধানমন্ডির ১৪/এ (নতুন) সড়কে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, চট্টগ্রামের ওআর নিজাম রোড প্রবর্তক মোড় [illegible] হজারি লেনে প্রিমিয়ার, ঢাকার ২৪ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় [illegible], ধানমন্ডির ৯/এ রোডের ৩৬ নম্বর বাড়ি, ৪৪ সাত মসজিদ রোড ও ৫১ সিদ্ধেশ্বরীতে স্টামফোর্ড, শুক্রাবাদ ও আশুলিয়া মডেল টাউনে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল, ৭৭ সাত মসজিদে স্টেট, ধানমন্ডি ১৬ নম্বর সড়কে ইবাইস, ৪০ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ ও সাভারের খাগানে সিটি, ২২০/ডি পশ্চিম কাফরুল (রোকেয়া সরণি) ও মিরপুর-৬ এ গ্রীন, ধানমন্ডির ৪, ৫ ও ৭ নম্বর সড়কে ওয়ার্ল্ড, উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরে শান্ত-মারিয়াম, শান্তিনগরের মোমেনবাগে মিলেনিয়াম, ধানমন্ডির ৩ নম্বর সড়কে ইস্টার্ন, মিরপুরের কমার্স কলেজ সড়কে ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, সিলেটের জিন্দাবাজারে মেট্রোপলিটন, উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরে ও মিরপুর-১ এর হাউজিং এস্টেটে উত্তরা ইউনিভার্সিটি, সাত মসজিদ রোড ও ধানমন্ডির পুরাতন ২৭ নম্বর রোডে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল, পান্থপথে ভিক্টোরিয়া, বনানীর ১৪ নম্বর সড়কের বি ব্লকে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, গুলশান-২-এর ৯২ নম্বর সড়কে ও ১০ কামাল আতাতুর্ক সড়কে প্রেসিডেন্সি, বারিধারা প্রগতি সরণির জামালপুর টাওয়ার ও কাকরাইলের পিএইচপি টাওয়ারে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ১২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ের স্টার টাওয়ারে প্রাইম এশিয়া, বনানীর ১০ নম্বর সড়কে রয়েল, ধানমন্ডির সাত মসজিদ সড়কে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, আর কে মিশন সড়কের গজারিয়া টাওয়ারে বাংলাদেশ ইসলামী, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের গোসাইল ডাঙ্গার রুমানা হক টাওয়ারে ইস্ট ডেল্টা, শ্যামলীর আশা টাওয়ারে আশা এবং টিকাটুলীর হাটখোলা রোডে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস অনুমোদিত। এই তালিকায় নতুন আটটির নাম দেওয়া হয়নি।

ইউজিসি বলছে, এগুলোর বাইরে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বা শাখা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো অবৈধ। জানতে চাইলে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) আতফুল হাই শিবলী *প্রথম আলোকে* বলেন, ইউজিসির ওয়েবসাইটেও বৈধ ক্যাম্পাসের তালিকা দেওয়া হবে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদিত ঠিকানা যাচাই-বাছাই করে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ওয়েবসাইটে কোর্স বা বিষয় অনুমোদন আছে কি না, তা-ও দেখা যাবে।